প্রথম আলো

তারিখ ... 09 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ১০ ... কলাম ২ ...

সরকারি কলেজগুলোর দুর্দশা

বেসরকারি কলেজের মান উন্নত করুন

দেশের অধিকাংশ সরকারি কলেজে শ্রেণিকক্ষ ও শিক্ষকের তুলনায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা এত বেশি যে, কীভাবে এই উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পাঠদান চলে তা বোঝা দুষ্কর। এটি একটি গভীর সংকট, যা দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। কিন্তু এই সংকট নিরসনের কোনো উদ্যোগ দেখা যায় না।

এই সংকট সম্পর্কে কিছু ধারণা পাওয়া যাবে কয়েকটি খ্যাতিমান কলেজের দৃষ্টান্ত থেকে। যেমন রাজধানীর তিতুমীর কলেজে মোট শিক্ষার্থী ৫০ হাজার, কিন্তু শ্রেণিকক্ষ মাত্র ৪৩টি। পুরান ঢাকার সোহরাওয়ার্দী কলেজে ১৮ হাজারের বেশি শিক্ষার্থীর জন্য আছে মাত্র ২৪টি শ্রেণিকক্ষ। বগুড়ার সরকারি আজিজুল হক কলেজে ৩৭ হাজার শিক্ষার্থীর বিপরীতে শ্রেণিকক্ষের সংখ্যা মাত্র ৩৬! কমবেশি একই দুর্দশা রংপুরের কারমাইকেল কলেজ, বরিশালের বিএম কলেজ, খুলনার বিএল কলেজসহ প্রায় সব সরকারি কলেজের।

শ্রেণিকক্ষের সংকট প্রাথমিক এ কথা বলাই বাহুল্য, কিন্তু এতেই শেষ নয়। শিক্ষকের সংকট আরও প্রকট। তিতুমীর কলেজে ৫০ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য আছেন মাত্র ২০৩ জন শিক্ষক। শিক্ষার্থী-শিক্ষকের অনুপাত ১:২৪৬! আজিজুল হক কলেজে এই অনুপাত ১:২৩১। অন্য সব সরকারি কলেজেরও শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত প্রায় একই রকম। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বাদে দেশের সব সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর গড় অনুপাত ১:১৯। এই কলেজগুলোও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এগুলোর শিক্ষার্থীদের সিংহভাগই স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের।

এ এক অসম্ভব চিত্র। এভাবে শিক্ষা কার্যক্রম চলে না। প্রতিবছর হাজার হাজার তরুণ-তরুণী স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে বের হচ্ছেন বটে, কিন্তু তাঁদের শিক্ষার গুণগত মান উন্নত হতে পারে না। শুধু সরকারি কলেজের পক্ষে এই বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর উন্নত মানের শিক্ষাদান সম্ভব নয়। দেশে প্রচুর বেসরকারি কলেজ রয়েছে, সেগুলোতেও স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষাদান চলে। কিন্তু শিক্ষার্থীদের বেশি আগ্রহ নামকরা সরকারি কলেজগুলোর প্রতি। বেসরকারি কলেজগুলোর মান উন্নত করা হলে সরকারি কলেজগুলোর ওপর থেকে চাপ অনেক কমে যেতে পারে।